Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫৭
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৯শে মে, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

বাঙ্গালীর স্থান হবে কি ?

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৮ই মে—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনীরেন মুখোপাধ্যায় আগামী ৩১শে আগষ্ট অবসর গ্রহণ করছেন বলে এখানে জানা যায়। ইতোপূর্বে পর পর দু'বছর তাঁর কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করা হয়েছিল এবং এতোদিন ওই বর্দ্ধিত সময় সীমায় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আরো সময় বর্দ্ধিত হবে কিনা জানা যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রক যোগ্য-প্রার্থীর খোঁজ করছেন নাকি রাজ্যে রাজ্যে।

এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে পরলোকগত জওহরলাল নেহেরুর কথার চুক্তি ছিল যে, ফরাক্কা প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার পদে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীই অগ্রাধিকার পাবেন।

অনাহারে চারজন তন্তুজীবীর মৃত্যু

স্থতোর নিয়ন্ত্রণ সরকার হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে স্থতো উধাও। চোরা পথে চড়া দামে বাজারে স্থতো বিক্রী হচ্ছে। চড়া দামে স্থতো কিনে সেই কাপড় বাজারে বিক্রী করতে গেলে স্থতোর দামের সঙ্গে সমতা থাকছে না বলে লোকসানে তন্তুজীবীদের তৈরী করা কাপড় বিক্রী করতে হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তন্তুজীবীদের পল্লীতে তাঁতের আওয়াজ কোন পথচারীকে হতচকিত করছে না। টাকার অভাবে তাদের শেষ সম্বল তাঁতটাও আজ মহাজনের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। সরকারের কাছে প্রতিকারের দাবি জানিয়েছে বার বার। অনাহার, অর্দ্ধাহার আজ তাদের জীবনের নিত্য-সঙ্গী। অরঙ্গাবাদ তাঁতীপাড়ায় কানাইলাল দাস, ক্ষুদিরাম দাস, প্রভাসচন্দ্র দাস, দুখুবালা দাস নামে চারজন তন্তুজীবী অনাহারে মারা গেছে। বিধানসভার সদস্য শীষ মহম্মদ গত ১০ই মে বিধানসভায় তন্তুজীবীদের অনাহারের মৃত্যু সংবাদ তুলে ধরে অবিলম্বে সস্তা দরে স্থতো সরবরাহের ব্যবস্থার দাবী জানান।

সম্পাদকীয় :

॥ ষষ্টিতম বর্ষে ॥

ষাট বৎসর পূর্ব্বে মফঃস্বলের এক সঙ্কীর্ণ পরিবেশে ও চরম দৈন্যের প্রতিকূলতার মধ্যে অঙ্কুরের পাখা মেলিয়াছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। সেই দিনের আত্মপ্রকাশে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল বিকাশের ও বাঁচিবার। তৎকালীন পাঠকগোষ্ঠী, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রদত্ত সাহায্য-সহযোগিতা তাহার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত না করিলে পত্রিকাখানি আজিকার অবস্থায় আসিতে পারিত না। আজ তাঁহারা কেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের কল্যাণপুষ্ট মহকুমার প্রাচীনতম এই সাপ্তাহিকটি অবিচ্ছিন্নভাবে জনসেবায় তাহার অতি সীমিত শক্তিকে কাজে লাগাইয়া ধন্য হইয়াছে। সম্পূর্ণ সম্বলবিহীন অবস্থায় এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তাহার সম্বল ছিল আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা, বলিষ্ঠ ঋজু মনোভাব, অপ্রিয় অথচ সত্যকে প্রকাশের আত্মিক ক্ষমতা এবং গ্রাহক-অনুগ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতাদের অকৃপণ সহায়তা।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর ষষ্টিতম বর্ষপূর্তিকে স্মারক হিসাবে রাখিবার উদ্দেশ্যে আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে ইহাকে বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করিতেছি। স্থানাভাবে মহকুমার সব অঞ্চলের নানা সংবাদ সব সময় পরিবেষণ করা সম্ভব হইত না। নূতন ব্যবস্থায় সে সমস্যা অনেকটা দূর হইবে। ব্যাপক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি কাগজকেও রেহাই দেয়নি। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও পত্রিকার-বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য এখন হইতে শহরে চারি টাকা ও সডাক পাঁচ টাকার পরিবর্তে যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও ছয় টাকা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা আশা করি, গ্রাহকবর্গ আমাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবেন।

'ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে দেয় ইন্দ্রধনুর শোভা'। মহকুমার অভিজ্ঞ ও তরুণ লেখকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যবিষয়ক রচনা সাহিত্য বাসরে প্রকাশ করিব। এইজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি। জঙ্গিপুর সংবাদ তাহার নববর্ষারম্ভে গ্রামবাংলার সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সেবাকামনায় সকলের আশীর্ব্বাদ যাচঞা করিতেছে এবং তাহার গ্রাহক-অনুগ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাইতেছে।

বি, ডি, ও অফিসে অনুপস্থিতির বহর

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে মে—জঙ্গিপুরের এম, এল, এ হাবিবুর রহমান আজ দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ ১নং বি, ডি, ও অফিসে গিয়ে সাতজন গেজেটেড অফিসার সহ অন্যান্য কর্ম্মচারীদের অনুপস্থিতির বহর দেখে তাজ্জব হয়ে যান। অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি জানতে পারেন যে এই ব্লকের সাতজন গেজেটেড অফিসারই নাকি টুরে গেছেন। অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নাই, এমনকি টুর প্রোগ্রাম দেখতে চাইলে উপস্থিত কর্ম্মচারীরা কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। সরকারী নিয়মানুযায়ী টি-এ বিল করতে হলে টুর প্রোগ্রাম দাখিল করতে হয় কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মচারীর ক্ষেত্রে সেই সব নিয়মের প্রয়োজন নাকি হয় না। তিনি আরও অভিযোগ পান যে, আজকের মত প্রায় প্রতিদিনই বেশীর ভাগ কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই অফিস ছেড়ে চলে যান।

বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন আহত

বহরমপুর, ১৮ই মে—গত ১৫ই মে গোরাবাজারের তিনজন যুবক সৈদাবাদের একটি বাড়ীতে বোমা তৈরী করতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে জখম হয়। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করেছে। আহত তিনজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশংকাজনক বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ টুকরা কংগ্রেস ॥

আবার বৈঠক আগামী ২২শে মে। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসিতে পারেন নাই মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক। জলপাই-গুড়ি বাঁকিয়া বসিয়াছে।

আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলনকালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী মনোভাবে এক সময় আপোষপন্থী ও আপোষবিহীনপন্থীর দ্বিধারার কথা জানি। স্বর্গত নেহরুর প্রধান মন্ত্রীত্ব ও কংগ্রেস নেতৃত্বকালে একই ছত্রতলে তৎকালীন কংগ্রেসসেবীদের ভূমিকা দেখিয়াছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে নেহরু-আমলের কংগ্রেস আদি ও নব খাতে প্রবাহিত হইল। প্রথমটি ক্ষীণধারায় মন্দগতি, দ্বিতীয় পুষ্টকলেবর।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে বৈচিত্র্য আনিলেন প্রাক্তন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। মূল কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি বাংলা কংগ্রেস গড়িলেন। অন্তঃসলিল কোন্দলে দেখা গেল কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের ত্রিধারা। আদি ও নব কংগ্রেসী জোয়ারে শেষের দুই ধারা শুকাইয়া গেল। বিগত নির্ব্বাচনের পর হইতে অধুনাতন বলীয়ান রাজ্য নব কংগ্রেসে ছাত্র-পরিষদ ও যুব-কংগ্রেস মিত্র শক্তির ভূমিকায়।

ক্ষমতালিপ্সায় দলকোন্দলের যে নজীর স্থাপন এককালে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি করিয়াছিলেন, তাহার ছোঁয়াচ আজিকার রাজ্য কংগ্রেসে লাগিয়াছে শাসন ক্ষমতা হাতে আসার পর হইতেই। মুখে ঐক্যের বুলি ঝাড়িলেও উক্ত মিত্রশক্তিদের মানসিক অশান্তি চাপিয়া রাখা আর সম্ভব হইল না। দেখা দিল বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসগোষ্ঠী। বিভিন্ন রাজনৈতিক-দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-খুন-জখম দেখিয়াছি। তবে স্বদলের মধ্যে এমন কামড়াকামড়ি দেখিনি। ইহার পশ্চাতে আছে তথাকথিত নেতাদের একের অন্যকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সুপরিকল্পিত চেষ্টা। রাজ্যের সুশাসন চুলায় গেল, সমস্যার মোকাবিলা শিকায় উঠিল। আজ রাজ্য কংগ্রেসের অণু পরমাণু গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট নেতাদের দুর্বল ব্যক্তিত্ব এবং দেশের স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থকে জাহান্নামের পথে ঠেলিয়া দিয়া প্রভুত্ব করার ও আত্মস্বার্থপূরণের নিন্দনীয় প্রবৃত্তি। এই অবস্থায় দলীয় নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব চালাইবার নির্লজ্জ ভূমিকার জবাব দিবার জন্য নির্মম সাক্ষী ইতিহাস নেপথ্যে অপেক্ষমাণ।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

'২৫শে বৈশাখ স্মরণে ক্রোড়পত্র' বিষয়ে

সবিনয় নিবেদন,

আমি 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র নিয়মিত পাঠক। গত ৯ই মে '৭৩ তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম। আপনাদের এই পত্রিকা জঙ্গিপুর মহকুমার তথা মুর্শিদাবাদ জেলার সম্ভবতঃ সব থেকে প্রাচীনতম সংবাদপত্র। সুতরাং বিশেষ ঐতিহ্য সমন্বিত। তা ছাড়া পুণ্যশ্লোক দাদাঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত।

বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যতম আকর্ষণ '২৫শে বৈশাখ স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র।' এই ক্রোড়পত্রে পরলোকগত মনীষী কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবের রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনাটি নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এ-জন্য সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই ধন্যবাদের প্রাপ্য। কিন্তু জনৈক নুরুল ইস্‌লাম মোল্লা'র 'আমার সত্তার মাঝে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনাটি একান্তভাবে অর্থহীন মনে হয়েছে। আমার মতে, এটি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এক ধরণের শিশুসুলভ প্রগল্‌ভতা ও আত্মপ্রচারের পাব্‌লিসিটি ষ্টান্ট্‌ ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু সৌরীন দাসের 'কোপাই এর ধারে' কবিতায় কোনো রকম বক্তব্য আছে বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক কবিতার মধ্যে বলেছেন, তাঁর রাতের পর রাত শব্দের অন্বেষণে বসে থেকেও শব্দ আসেনি। কিন্তু শব্দ আসা বা না আসার ব্যাপারটা যদি কবিতা হয় তো—আমার মতে, এ-ধরণের কবির স্থান রাঁচীর পাগলাগারদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ে মনে হোল, একশো বছরের আগের কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, দাদা-ঠাকুরে'র স্মৃতি-বিজড়িত পত্রিকায় এ ধরণের প্রলাপাত্মক রচনা স্থান পায় কি করে?

নীলোৎপল গুপ্ত

নিউ মার্কেট, ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ

মহাশয়, আপনাদের কাগজের রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক ক্রোড়পত্র বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করলাম। সত্যি, ভীষণ ভালো লেগেছে। সব থেকে ভালো লেগেছে সৌরীন দাসে'র কবিতা ও নুরুল ইস্‌লাম মোল্লা'র রম্যরচনা 'আমার সত্তার মাঝে রবীন্দ্রনাথ।' শ্রীমোল্লা'র রচনার টেক্‌নিকটি আশ্চর্যভাবে পুলকিত করেছে। আমি আমার এই যৌবন-পুরট তারুণ্যের স্পর্ধিত মুহূর্ত্তে বর্তমান 'প্রজন্মের গভীর অসুখে' ভুগে গুলজার-রাখী'র রোমান্সে আকৃষ্ট না হয়ে নতুন করে 'শেষের কবিতা'র অমিট রে'-র প্রেমে পড়ে গেছি। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' যেন অতি সাংবাদিকতার মোহজালে বিভ্রান্ত না হ'য়ে সাহিত্যের প্রেমে পড়ুক এই কামনায় করছি।

রুচিরা চৌধুরী

নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

কান্দীর চিঠি

কান্দী মহকুমার কান্দী, সালার, পাঁচথুপী প্রভৃতি কেন্দ্রে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করতে গেলে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। অঙ্ক পরীক্ষা গ্রহণের দিন মহকুমা-শাসকের নির্দ্দেশ-মত সরকারী ইনভিজিলেটার নিয়োগ করলে কয়েকজন ইনভিজিলেটার সালার পরীক্ষাকেন্দ্র বয়কট করে। দুই দিনে ছয়জন পরীক্ষার্থী প্রচণ্ড গরমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

গত ৯ই মে মালিহাটী ষ্টেশনে সালার বিট হাউসের কাছে এ, এস, আই-এর প্রচেষ্টায় চার কুইন্ট্যাল চোরাই চাল উদ্ধার করা হয়।

সম্প্রতি কাঁদরা বাস ষ্টপেজে কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাস থেকে দুইজনকে জোর করে নামায় এবং ছুরি মারে।

গত ১০ই মে, সালার বিট হাউসের কাছে একদল দুর্বৃত্ত কয়েকজন কসাই-এর কাছ থেকে চার হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং একজনকে ছুরি মারে।

সম্প্রতি প্রচণ্ড ঝড়ে ভরতপুর থানার মালিহাটী অঞ্চলের নয়টি বৈদ্যুতিক স্তম্ভ পড়ে যাওয়ায় ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। খরগ্রাম থানায় গত মাসে পর পর কয়েকটি চুরি-ডাকাতি হয়ে গেল এবং বড়ঞাতে উপর্যুপরি তিনটি হত্যা-কাণ্ড হয়ে গেল।

তাছাড়া, সুতার অভাবে তাঁতীরা বেকার হয়ে পড়েছে। জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে। অভাবের তাড়নায় প্রায়ই ২/১ জন করে বি, এ, কে লুপ লাইনে মাথা দিচ্ছে। [সঃ নাঃ রাঃ

পুরাতনী

সম্পাদনা : মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

নিত্যকালী এম, ই, স্কুল

যখন মিশনারীরা এখান হইতে চলিয়া যান তখন এখানকার স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে উহা নিত্যকালী এম, ই, স্কুল নাম ধারণ করিয়া আজ পর্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়—আজি পর্যন্ত বিদ্যালয়টির ভগ্নস্থানগুলির সংস্কার হইল না! গত পরিদর্শনকালে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বিদ্যালয়-গৃহের এই ভগ্নাবস্থা দেখিয়া, সত্বর ইহার সংস্কার করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। গত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষাতেও স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর মহাশয় নাকি উক্ত স্কুলে পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষাগ্রহণ নিরাপদ নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এখনও বিদ্যালয়টির ছাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, যেন টাইলগুলি শিক্ষক বা ছাত্রবৃন্দের উপরে পতিত হইবার জন্য মস্তক নির্ব্বাচন করিতেছে। ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তে। স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় কি বলেন?

জঙ্গিপুর সংবাদ : ২৮।৮।১৩২৩ ইং ১৩।১২।১৯১৬

(সাতান্ন বছর আগের সমস্যা আর স্কুলটির আজকের সমস্যা ভিন্ন হলেও সমস্যা—সমস্যাই)

॥ উনষাটের সালতামামী ॥

—নুরুল ইসলাম মোল্লা

ষাট বছর একটা মানুষের এই প্রোটিনশূন্য ভেজালের যুগে বেঁচে থাকাটাই বোধ করি আশ্চর্য্য। কারণ অধুনা মানুষের বেঁচে থাকার বয়সের হার ক্রমশঃ কমতির দিকে। তাছাড়া বয়স্ক প্রবীণের প্রতি নবীনের যেমন শ্রদ্ধার অভাব থাকে না তেম্নি অসহিষ্ণু বিরূপতার ঘাটতিও পড়ে না। যেন বেঁচে থাকাটা একটা পাপ অথবা ভয়ংকর রকমের অপরাধ। আশী বছরের ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তাই তরুণ বয়স্ক বায়রণ গালাগাল দিতে কম করেন নি। 'ইংলিশ বার্ডস্ অ্যাণ্ড স্কচ রিভিয়ুআর্স'ই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথও এর উজ্জ্বল উদাহরণ। উত্তরসূরীদের সোচ্চার 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ' ঘোষণার স্পর্ধিত আস্ফালনকে কবি তাই ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'রবীন্দ্রধুত্তর যুগ'। কারণ 'ধুত্তেরী'র বয়সটা বোধ হয় চল্লিশের পর। তাই আমার জনৈক কবি-বন্ধুকে প্রায়ই কোন অসতর্ক মুহূর্তে বলতে শুনি : চল্লিশের পর আত্মহননের যথেষ্ট অবসর। ঠিক এই কথাটিই জনৈক প্রৌঢ় আধুনিক কবি সুন্দর করে বলেছেন : 'চল্লিশের পর বাস করা ভালো মথুরা নগরে।' আসলে বৃন্দাবন-লীলার অবসান শোণিত-শৈথিল্যের সাথে সাথে। অবশেষে মথুরার রাজা হ'য়ে বানপ্রস্থের নিশ্চেতন অবসর যাপন। সরকারও ঠিক করেই দিয়েছেন তাই পঞ্চান্নর পর 'সুপার অ্যানুয়েটেড' পারসন।

কিন্তু যখন কোনো পার্সন সুপার অ্যানুয়েশনের সুপারষ্টিশনকে এক তুড়িতে ছাড়িয়ে যান নিশ্চিত তাঁকে সুপারম্যান বলতে বাধা নেই। অন্ততঃ এ দৃষ্টান্ত তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই রয়েছে। রবীন্দ্রোত্তরের রবীন্দ্রনাথ একটা ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁর 'শেষের কবিতা'য় অথবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পে। সুতরাং বয়সটা ফ্যাক্টর থাকে না বোধ করি সব সময়। কারণ বয়স যখন তার বিশিষ্ট সুপারষ্টিশনকে আঁকড়ে ধরে পেছন দিকে পা ফেলে তখন সুপার অ্যানুয়েটেড হওয়া ছাড়া বুঝি উপায় থাকে না। কিন্তু সামনে ষ্টেপ বাড়ালেই সুপারম্যান।

স্বর্গীয় শরৎ পণ্ডিত মশায় ম্যান অথবা সুপারম্যান কি ছিলেন জানি না, তবে আয়রণম্যান ছিলেন অবশ্যই। নৈলে ছিয়াশী বছরেও সক্ষম ও সচেতন থাকাটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আর এটাও জানি ঐ নগ্নদেহ, নগ্নপদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি পেছন না হেঁটে সামনেই ষ্টেপ ফেলতেন। এবং তাঁরই বত্রিশের তেত্রিশের যৌবন স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার জাতক আজকের ষাট বছরে পদার্পণকারী 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। হাঁটি-হাঁটি পা-পা'র টাল-মাটাল বয়সকে অতিক্রম করে তা এইড-ইটারকে কোন সময় এডিটরে পরিণত করেছে খেয়াল থাকেনি। অথবা সংবাদের সস্তা ফেরিওয়ালাকে করেছে সাংবাদিক। আর টক-ঝাল-নোনতার ভিয়ানে মহকুমা-বাসীর মননকে জুগিয়েছে চিপ ক্যান্টিনের দামী প্রোটিন। অথচ মার্কেটের চিফ হওয়ার সাধ জাগেনি কোনদিন। বোধ করি তাই আয়রনিক্যাল পাওয়ার নিয়েই এখনও সতেজ নিঃশ্বাস ফেলছে সেই আয়রন-ম্যানের ড্রিমসন। তাই উনষাটের সালতামামীতে বসেও সে উত্তরকালের উত্তরসূরীদের এ্যাডভান্স ষ্টেপের মার্চ ফরোয়ার্ড করাবে আশা রাখতে দোষ কোথায় ॥

উলটপুরাণ

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

সম্পাদক মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ। পত্রিকা ষাট বৎসরে পদার্পণের প্রাক্কালে বার্ষিক মূল্য বৃদ্ধি ঘোষণা করিয়া আপনি বর্ত্তমান বাজারের মুখ রক্ষা করিলেন। ক্ষুদ্র পোস্ত হইতে বৃহৎ পাথর কয়লা, সকলেরই দর বাড়িতেছে। জানি না, কে কাহাকে তেল দিতেছে বলিয়া তৈলমূল্য রাবণের সিঁড়ি বাহিয়া শূন্যে উঠিতেছে। বোধ হয় ভাজিয়া খাইবার মৎস্য আর আগুনে চড়াইতে হইবে না—অগ্নিমূল্যে কিনিয়া তেলে ছাড়িয়া দিলেই হইল। অন্ততঃ মাছ না হইলেও, বাজার হইতে ফিরিবার পূর্বেই জানটা ভাজা ভাজা হইয়া যাইবে। শোনা কথা, সোনার দরও নাকি রকেট গতিতে বাড়িতেছে।

পদার্থ অপদার্থ সকলেরই যখন দাম বাড়িতেছে, তখন আপনি যদি পত্রিকার দাম না বাড়াইতেন তাহা হইলে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎ গণতন্ত্রের সাম্য বজায় থাকিত না। সকলের সমানাধিকার—এক ভোট, সকলের সমানাধিকার—এক দল এবং সকলের সমানাধিকার—এক দাম। দাম বাড়িলে টাইফয়েড জ্বরের মত সকলেরই তাহা বাড়িবে—নহিলে কিসের গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র বা ইত্যাদি ইত্যাদি……

ধন্যবাদ আপনি ঝুঁকি লইয়াছেন বলিয়া। কেন না যখন চিনির দর বাড়িতেছিল (কখনও কমিতেছিল কি ?), তখন আমাদের কোমল হৃদয়া প্রধানমন্ত্রী চিনি না-খাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। গোঁয়াড় ব্যক্তিরা চটিয়া গিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, কাপড়ের দাম বাড়িতেছে বলিয়া কি করিতে হইবে ? অকৃতজ্ঞ দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর উপদেশামৃত পান করিয়া ধন্য হয় নাই —চিনি, কাপড় এবং আর সব ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যে কিনিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে একেবারেই উপদেশ মানিবে না তাহা নহে। ক্ষেত্র বিশেষে মানিবে।

এবং সে ক্ষেত্রটা আপনার পত্রিকাই হইতে পারে। কি হইবে সংবাদ-পত্র পড়িয়া ! পত্রিকার দাম বাড়িয়াছে, অতএব মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুসারে পত্রিকা ক্রয় করা বন্ধ রাখিয়া অনুগত নাগরিকত্ব পালন করিবার এক দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যাইবে। এ বাজারে পত্রিকার দর বাড়াইয়া আপনি সেই সুযোগ সুলভ করিয়া দিলেন।

সম্পাদক মহাশয়, এই জন্যও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার পত্রিকার পৃষ্ঠে দাদাঠাকুরের অগ্নিমূল্য পরিহাস সতেজে বর্ষিত হউক। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ষাট ষষ্ঠীর ধন পত্রিকা লাঠি হাতে আগাইয়া চলুক।

জঙ্গিপুরের উড়চা

॥ ব্যর্থ নমস্কারে ॥

রবীন্দ্র জন্ম পক্ষের দিনগুলি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অথচ জঙ্গিপুর শহরের এপার ও ওপারে জন্মতিথি পালনের তেমন কোন সাড়া নাই, নাই কোন আয়োজন। কেমন যেন নিরুৎসাহের একটা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে এস্থানের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর। সংবাদ আসছে, সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে—গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে—রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের। সেখানকার কিশোর-তরুণেরা, সেখানকার জানপদব সীরা তাদের প্রচারহীন অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে পালন করেছে এবং করছে কবির জন্মতিথি। সংবাদটা চমকপ্রদ না হলেও আনন্দদ্যোতক এবং উৎসাহব্যঞ্জক তাতে সন্দেহ নাই। তবে এস্থানের সংস্কৃতিবান তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মানুষদের নীরবতা চমকপ্রদ বৈ কি !

রবীন্দ্র সংস্কৃতির আলাপ-আলোচনা ও চর্চ্চার উদ্দেশ্যে এই শহরের বুকে গড়ে তোলা হয়েছিল রবীন্দ্র ভবন। যা স্মৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালের কপোলতলে। তবে তা অনুষ্ঠানের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে নয়। শুধুমাত্র একটি দিনের একটি অনুষ্ঠানের পর এখানের মঞ্চে বিরাজ করছে নিরুৎসাহের নিষ্প্রদীপ অন্ধকার।

নদীর ওপারেও মাত্র একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল—বলতে লজ্জা করছে—সেখানের শ্রোতা-দর্শকদের অনুল্লেখ্য অনুপস্থিতি উদ্যোক্তাদের মনে

ব্যর্থতার বেদনার কালো মেঘ সঞ্চার করেছিল। শুনতে পাওয়া যায়—এপার-ওপারে আলকাপ গানের আসরে অথবা কীর্ত্তন গানের আসরে দর্শক শ্রোতার (শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে) এমন কোন অভাব ও অনুপস্থিতি ঘটে না।

॥ তুলসী বিহার ॥

বৈশাখের শেষেই তুলসী বিহারের মেলা। এবারের মেলায় অন্যবারের মত ক্রেতা ও পণ্য-দ্রব্যের সমাবেশ তেমন হয়নি। তবে তাই বলে বিরল সমাগম নয়। বসেছে মাটির পুতুলের দোকান, এসেছে গিল্‌টী করা সোনার দোকান। মনোহারী আরও কিছু কিছু ·· । পাঁপড় আর তেলেভাজার গন্ধে মেলার আকাশটা ভরে উঠেছে। মাটির পুতুলের কেনাবেচা এবার শুধু শিশুকিশোরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বড়দের আকৃষ্ট করার মত অনেক রকম পুতুল কৃষ্ণনগর এবং স্থানীয় শিল্পীরা এনেছিল। ক্রেতার সংখ্যাও সেখানে কম নয়। এবার মেলায় চোখে পড়ার মত দোকান হলো—বেকার টী ষ্টল। বেকার যুবকদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসা করার মত।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চে নাট্য প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ. ২০শে মে—জঙ্গিপুর এস, ডি, ও'স্ অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা গত ১৮ই মে ক্লাবের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে শেষ হলো। ঐ দিনই প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা-শাসক শ্রীরথীন্দ্র দে, আই-এ-এস্ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি ও জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীভরতরাজ বাজাজ, আই-এ-এস।

মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের পূর্ণাঙ্গ নাটক "হে মোর পৃথিবী" প্রথম হয়। একাঙ্ক নাটকে মির্জাপুরের নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের "রাজ যোটক" প্রথম হয়। এই নাটকে অনুপ ঘোষালের অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়। প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অভিনয় করে। কিন্তু 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য বলে এই নাটকটিকে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। প্রতিযোগিতার শেষ দিন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা একাঙ্ক নাটক "শিল্পী চাই" অভিনয় করেন। গণশার ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি শ্রীবাজাজ শিল্পী বিমল চক্রবর্ত্তীকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেন।

মফঃস্বল শহরের সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্ম্মাণ করে এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করায় এস, ডি, ও'স্ অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি ও সভ্যদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবী

ফরাক্কা, ২০শে মে ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে জেনারেল ম্যানেজারের নির্দ্দেশে গত ২৪শে এপ্রিল থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ায় শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ মিত্র নামে একজন অভিভাবক বিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করার জন্য ১৪ই মে জেনারেল ম্যানেজারকে লিখিত এক পত্রে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়েছেন এবং প্রকৃত দোষীর শাস্তি বিধানের পর ২২শে মে-র মধ্যে বিদ্যালয় খোলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। উক্ত তারিখের মধ্যে যদি তদন্ত না করেই বিদ্যালয় খোলা হয় তবে তিনি জেনারেল ম্যানেজারের বাসগৃহের সামনে অনশন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঘোড়াগাড়ী চালকদের দাবী

ধুলিয়ান, ১৬ই মে—ট্রাক চালকেরা বে-আইনী-ভাবে যাত্রী বহন করায় ঘোড়াগাড়ী চালকদের রুজী-রোজগার প্রায় বন্ধ হতে চলেছে, থানা কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে—এই দাবীর ভিত্তিতে আজ সকালে সামসেরগঞ্জ ঘোড়াগাড়ী-চালক সমিতির ডাকে প্রায় কয়েক শ' ঘোড়াগাড়ী-চালক সামসেরগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। থানার রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা যথেষ্ট না থাকায় ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীচন্দ জানান যে তাঁর পক্ষে এখনই এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়।

ঘোড়াগাড়ী চালক সমিতি তাদের দাবী পূরণ না করা হলে কিছুদিনের মধ্যেই অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ধর্ম্মঘট ডাকবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

খাদ্যের দাবীতে আন্দোলনের ডাক

সংযুক্ত কিষাণ সভা আগামী ২০শে মে থেকে ৭ই জুনের মধ্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রাম এবং অঞ্চলভিত্তিতে ঘরোয়া বৈঠক, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করবে। ১৩ই জুনের মধ্যে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ব্লক স্তরে গণমিছিল সংগঠিত করে গণডেপুটেশনে দেওয়া হবে। এই আন্দোলনের প্রধান দাবীগুলি হচ্ছে—খাদ্য দ্রব্যমূল্য হ্রাস, বেকারদের কাজ এবং মিসা-আইন প্রত্যাহার।

১৬ই এবং ১৭ই মে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত কিষাণ সভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অধিবেশন শেষে রাজ্য সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী এই সংবাদ জানান। তিনি আরও জানান যে, শ্রীননী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আর-এস-পি'র রাজ্য সম্পাদক শ্রীমাখন পাল আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দেশের খাদ্য-পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্র বিশ্লেষণ করে সংযুক্ত কিষাণ সভা সঙ্কট সমাধানে এই আন্দোলনের কর্মসূচী মেহনতী মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও বর্গাদার উচ্ছেদ, ভূমীহীন কৃষককে খাস জমি থেকে উচ্ছেদ, সেচ কর বৃদ্ধি, জমির খাজনা বৃদ্ধি, ভূমি-সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তন, সাম্প্রতিক সেটেলমেণ্ট কাজে কৃষক সংগঠনসমূহের সহযোগিতা না নিয়ে কংগ্রেসীদের সেটেলমেণ্ট কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেওয়ায় সরকারের সমালোচনা করা হয়।

বুড়ো বট

—সৌরীন দাস

তোমার ভিতরে কান পাতলে শোনা যায়
প্রাচীন দীর্ঘ জনপদের লুপ্ত করতালি,
চ'লে যাওয়া দিন দিনের বিন্যাস বিশাল ডানায়
চঞ্চল প্রাণ পায়; ফাঁকা খালি
গর্ত্ত ফোঁকর বল্কলের কর্কশ শরীর
স্মৃতিতে আর্দ্র হয়, আর্দ্রতায় ছায়া নামে,
ছায়ার চলোচ্ছল জোয়ার ডুবায় মাটির নীড়;

ছবি লাগাই এই সব মনের এ্যালবামে।

গাছ বাড়ে, শীতে পাতা ঝরায়,
আবার বর্ষা-বসন্তে নতুন পাতা গজায়,
ঝুরি নামে, অবিশ্বাস্য কচি হাতছানি সাড়া জাগায়
বাতাসে আলোতে আলোর প্রাণময় ছোঁয়ায়
গাছ বাড়ে
মননের বিশ্বস্ত পাড়ে
জন্ম নেয় তোমার বীজ থেকে চারাগাছ আমাদের
বর্ত্তমানে;

তুমি আদি ছবি সুবিশাল মনের এ্যালবামে।

[জঙ্গিপুর সংবাদ-এর ৬০ বছর পূর্তিতে লেখা।]

জঙ্গিপুর সংবাদ-এর ষষ্টিতম বর্ষে

—শ্রীঠাকুরদাস শর্মা

নিপীড়িত, নির্য্যাতিত মানবাত্মার আকুল ক্রন্দন
আলোড়িত ক'রেছিল তোমার হৃদয়কে।
তাইতো তোমার বজ্রলেখনী
তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক ভাষায়
সে বেদনাকে
রূপ দিয়েছিল সেদিন ষাট বছর আগে
পত্রিকার বুকে।
জন্ম হ'য়েছিল তোমার মানসপুত্রের—
"জঙ্গিপুর সংবাদের ॥"
আজও সমাজের হয়নি কোন পরিবর্ত্তন,
অত্যাচারিতের, দুর্ব্বলের ক্রন্দন ধ্বনি
আজও বাতাসে ভাসছে।
তুমি চলে গেছ বহু দূরে—
রেখে গেছো তোমার চেষ্টার ফসল।
তোমার সে মানসপুত্রকে
সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছ
নির্ভীকতার, সত্যের আদর্শে সংপৃক্ত করে
অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে।

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(২৭)

আজিমগঞ্জের অভিনয়ের প্রবেশপত্র কি করে সংগ্রহ করা যায় চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু একটা কথা আছে না "চিনি খান যিনি যোগান চিন্তামনি" সেই সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অমল গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনায় "মৌচাকে ঢিল" নাটকের মহলা চলছিল সরাইখানায়। একদিন এক ভদ্রলোক এসে "পাদুকা" নাটকের একখানি প্রবেশপত্র দিয়ে গেলেন। হৃদয় বাবুর অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দ হল। অভিনয়ের দিন বৈকালে বাসট্রেণে আজিমগঞ্জ রওনা হলাম। হৃদয় বাবুও তাঁর কন্যাদের নিয়ে সেই ট্রেণেই গেলেন। হৃদয় বাবুর "দশরথের" ভূমিকা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মঞ্চে যদিও তাঁর স্থিতি স্বল্পক্ষণ কিন্তু তারই মধ্যে একাধারে পুত্র বাৎসল্য ও রাজকীয় গাম্ভীর্য্য অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুললেন। মেয়েদের ভূমিকা পুরুষেরাই করেছিল কিন্তু তাদের এত চমৎকার মানিয়েছিল যে মেয়ে ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না। তখন পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হয় নি। কারণ পুলিশের লোক বলে দূরে দূরে থাকতাম।

একদিন তাঁর কন্যাদের জন্মতিথিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখি "পাদুকা" বই'এ যিনি 'ভরত' করেছিলেন এবং তাঁদের music-partyও সেখানে আছেন। "পাদুকায়" যিনি ভরত করেছিলেন তাঁর নাম শংকর নারায়ণ। পৌরাণিক ফিল্মে মাঝে মাঝে অভিনয় করে থাকেন। "পাদুকা" এখানে করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা হল। আমি রাজি হওয়ায় হৃদয় বাবু আজিমগঞ্জের সিন-সিনারী আনার দায়িত্ব নিলেন। ১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমার বাড়ীর সামনে "পাদুকা" মঞ্চস্থ হয়। তখন এ শহরে Electric হয় নি। তুলিচাঁদ বাবুর মিল থেকে রাস্তায় খুঁটি বসিয়ে Electric টেনে আনা হল। সাজ-পোষাক কলিকাতার। দুই রাত্রি অভিনয়ে, স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়া হৃদয় বাবুর কিছু কিছু শিল্পী এতে যোগদান করেন। অভিনয় দেখে দর্শকেরা অভিভূত হয়ে পড়েন। রামায়ণের কাহিনী রামায়ণের গানে বাঙালী দর্শককে চিরদিন ভক্তিরসে উন্মত্ত করে। এই নাটকের একটি গান এখনও ভুলতে পারিনি। গানটি হচ্ছে—

"বলরে ওরে বল
কেমন করে পেলিরে তুই
রামের চরণ তল॥"

ভূমিকায় ছিলেন—দশরথ (হৃদয় বাবু), রাম (আমি), ভরত (মণি ডাঃ), লক্ষ্মণ (শংকর নারায়ণ), সীতা (বলাই চৌবে), হাস্যরসে (পোষ্ট মাষ্টার যামিনী বাবু), সঙ্গীতে (হৃদয় বাবুর শিল্পীরা), মঞ্চসজ্জায় (রাধিকা ভকত ও বৃন্দাবন দত্ত), ভরতের দাদু (ডাঃ জীতেন রায়) এবং আরো অনেকে। হৃদয় বাবুকে আমরা সাবাই 'মেজদা' বলে ডাকতাম।

(২৮)

তিনি এখান থেকে বর্ধমানে বদলী হয়ে যাওয়ার সময় তাঁর লেখা "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক আমাদের দিয়েগেলেন। "পাদুকা" নাটকের সংলাপ কঠিন। মহলার সময় সংলাপ কিছুতেই রপ্ত করতে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি বর্ধমানে গিয়ে মেজদাকে দিয়ে নাটকখানি পড়িয়ে নিয়ে এসে নতুন উদ্যমে শিল্পী নির্ব্বাচন করলাম। বাসুকী (হৃদয় বাবু), শ্রীকৃষ্ণ (মণি ডাঃ), ব্যাসদেব (জীতেন রায়), চন্দ্রচূড় (বট চন্দ্র), অর্জ্জুন (কালু দাস), সুভদ্রা (প্রভাত মিত্র), উলুপী (বলাই চৌবে , বলরাম (ধরণী বর্মণ), হাস্যরসে (যামিনী বাবু)।

১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে জমিদার বাটীতে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। নাটকও ভালভাবে উৎরে গেল। নবীন সেনের "রৈবতক" ঘটনা এই নাটকের আখ্যানবস্তু। মেজদার সময় আমাদের সংস্থার নাম হয়েছিল "সবুজ সখা"। এরপর তাঁর "বাসুকী বিজয়" হবার কথা হয় কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ায় সে বই আর হয়ে ওঠেনি। "সবুজ সখা"রও এইখানে ইতি। নাট্য আন্দোলনের ষষ্ঠ বর্ষেরও এইখানে শেষ।

(ক্রমশঃ)

জমি বিক্রয়

বসতবাটী উপযোগী জমি বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

জিতেন্দ্রপ্রসাদ ধর
বাগানবাড়ী,
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

আবশ্যক

শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় শিক্ষানিকেতন (হাই স্কুল) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) এরজন্য ১ জন বিজ্ঞানের স্নাতক প্রয়োজন। শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। সম্পাদকের নিকট আগামী ১৫-৬-৭৩ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

কলেরায় ৫ দিনে ৭ জনের মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২০শে মে—গত পাঁচ দিনে এই থানার যুগর এবং কড়াইয়া গ্রামে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সাতজন মারা গিয়েছেন। ঐ মৃত্যুর সংখ্যা যুগরে ৩ এবং কড়াইয়ায় ৪ জন। রোগ ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে। অবিলম্বে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৯শে বৈশাখের জঙ্গিপুর সংবাদে মুদ্রিত চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতের বিজ্ঞপ্তিতে ভুলক্রমে মোকর্দ্দমা নং ছাপা হয় নাই। মোকর্দ্দমা নং দিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ১৬২/৬৯ স্বত্ব

বাদী—বিবি নজিমন স্বামী জবেদ আলী সাং কুলিগ্রাম থানা ফরাক্কা

বনাম

কুলিগ্রামের সাধারণ পক্ষে ও স্বয়ং ১। জুব্বের সেখ পিতা ইউনুস সেখ ২। টি, এস্ নুরনবি ৩। খুরসেদ সেখ ৪। মুরসেদ সেখ সাং কুলিগ্রাম থানা ঐ

এতদ্দ্বারা থানা ফরাক্কা অধীন কুলিগ্রামের জনসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে উক্ত বাদিনী বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে ও কুলিগ্রামের জনসাধারণ-এর বিরুদ্ধে দেঃ কাঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে মোকর্দ্দমা করিয়া নালিসী ২৭৮১ নং খতিয়ানের, ২৪৭৮/৫৬২০ নং দাগের ৫ শতক ভূমি বাদিনীর স্বত্বীয় ও দখলীয়। উহা বর্ত্তমান R/S রেকর্ডে ২৩নং কলমে পত্র দাগের পশ্চিম দিকে /১৬ গণ্ডা অংশে বিবি নজিমন এর নিকাশক্রী অংশ গ্রাম্য বালক-বালিকার খেলিবার স্থান। এই মন্তব্যলিপি বে আইনী ভিত্তিহীন ও ultravires সাব্যস্ত জন্য অত্রাদালতে স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এ মতে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কুলিগ্রামবাসী জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৭৩ সালের ২৬ তারিখে দর্শাইবেন। এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল।

By Order of the Court
Sd/- D. P. Roy,
Sheristadar, 2nd. Munsit's Court, Jangipur.

॥ দিলদারের চোখে ॥

দেশের সরকার ঘোষণা করেছেন, তাঁরা চান দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য, শোষণহীন, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

কিন্তু বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির রাজ্যে কতটুকু এগিয়েছে সমাজতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কি খোঁজ রাখেন তার? বোধ হয় রাখেন। নইলে চলছে কি করে! তবে তাঁদের প্রধান সম্বল কান, যা দর্শনের এবং শ্রুতির, দুটিরই কাজ করছে। শোনাচ্ছে আবার কারা? যাঁদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে অঢেল। আর টাকা? ওটা থাক। ক্ষমতার যুৎসই প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা হয় শান্তি। আর অপপ্রয়োগে আনে অশান্তি, একথা দিলদারও জানে। সকলে তো জানেনই। তবে কোথায় এবং কি অবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগ দরকার সেটি বিবেচনাযোগ্য। অর্থের প্রলোভনে সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কারু কাম্য নয়, অন্ততঃ শান্তিপ্রিয় আদমিদের।

চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। পাওয়ার মতো করে নাকি চাইতে হয়। চাওয়ার জন্য দরবারের প্রতিনিধির কাছে ধর্ণা দিতেও হয়। পুলিশ এমনই এক দরবার প্রতিনিধি। পুলিশ যে সমাজের মধ্যে কখনো সাপের গালে চুমো, আবার কখনো ব্যাঙের গালে চুমো খেয়ে শাসনতন্ত্র চালু রেখে রথও দেখে, কলাও বেচে, এ নীতি অনাদিকালের। কিন্তু এখনো যে 'চোর কো ছোড়ে, সাধ্ কো বাঁধে, পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি'র নীতি বহাল তবিয়তে চলছে, সেটিই বড় বেদনাদায়ক।

দিলদারের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে হালে ভগবানগোলায়। সে এক মজার ব্যাপার। ট্রেন থেকে আট হাজার টাকা ছিনতাই করা আসামীকে ধরে পুলিশের হাতে দেয় সেখানকার মহেশনারায়ণগঞ্জ এলাকার কিছু নিষ্ঠাবান ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেস কর্মী। ওই একই আসামী কোম্পানীকে জুয়া খেলার অভিযোগে হাট থেকে জুয়ার ফড়, গুটিসমেত ধরে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকেও ধরেনি (ছোটবাবু)। ওই দুষ্কৃতকারী দলের মধ্যে প্রভাবশালী ও পয়সাওয়ালা জনৈক প্রামাণিকের দুই ভাইপো আছে। ভগবানগোলা থানার দারোগা এন, সি, দে এই কুচক্রের ফাঁদে প্রলোভিত হয়ে নিষ্ঠাবান, দুর্নীতি দূরীকরণে বদ্ধপরিকর কর্মীদের বিরুদ্ধেই এক মামলা দায়ের করে দিয়েছেন। যুবকেরা জামীন নিয়েছে অথচ আসামীদের চালানও দেননি। বহাল তবিয়তে তারা গ্রেনেড ব্যবহারে 'দেখে নেবো' বলে শাসাচ্ছে। শোনা কথা, এই দুষ্কৃতকারী দলের কেউ কেউ আবার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে রাজাকরদের দলে ছিল। প্রাণভয়ে এখন এপারে। কেন না, ওই কোম্পানীদের দু তরফেই বাড়ী আছে কিনা!

শুধু এই ঘটনাই শেষ নয়। বহু ঘটনা আছে। হালের বলে এটি তুলে ধরলাম। শাসনকাজে নাকি পুলিশকে বহুরূপী হতে হয়। কিন্তু এ যে উলটা পুরাণ!

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় নাকি দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এই ধরণের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। ভগবানগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে খোঁজ-খবর নিলে বহু মজাদার এবং বেদনাদায়ক ঘটনার পাত্তা পাবেন, যা এখনো সেখানকার লোকে জানলেও উপর মহল জানেন না। দিলদারের আরজি, একবার খোঁজ নেন তাঁরা।

ভগবানগোলা থানার মধ্যেই জুয়া খেলায় হেরে এক পুলিশ আর একজনকে হত্যা করে। ঘটনাকে বিকৃত করে কোন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? থানার মধ্যেই কেমন করে জুয়া খেলা চলেছিলো? এ যে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! সকলেই বদলী হয়েছেন, অথচ তিন বছর পূরলেও দারোগাবাবু বহাল তবিয়তে আছেন। পেছনে নাকি একটু খুঁটির জোর আছে। তা ছাড়া উপর মহলে তোয়াজে সিদ্ধহস্ত তিনি। (মতামত দিলদারের নিজস্ব)

Wanted for Dhuliyan High Madrasah (Higher Secondary Multipurpose) P. O. Mahadebnagar, Dt. Murshidabad an Assistant Headmaster. Minimum qualification Hons. B. T. or M. A. B. T. or M. A. and B. T. appeared; with at least 5 years teaching experience. Apply to the Secretary within 30-5-73.

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

কারেণ্ট খবর জিগ্যেস করায় কাতুখুড়ো বললেন:

—প্রায় ত ফেল্। সাদা হাতীর কথা কী আর বলি?

* * *

রাজ্যসভা কমিটি নাকি সরকারকে জানিয়েছেন যে, মন্ত্রীরা সংসদে যে সব 'এ্যায়্সা করেঙ্গা, ওয়্সা করেঙ্গা' বলেন, তিন মাসের মধ্যে সেগুলো পূরণ করতে হবে।

--ভোটের জপমন্ত্র মুখ ফসকে বের হয়ে যায়। পূরণ করার সাংবিধানিক নির্দেশ আছে কি?

* * *

কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে বাগ মানাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে খবর:

—'আমার অস্ত্র আমাকে মানছে না!' ব্যুমেরাং।

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতায় অমন চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে.

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত